কালের কণ্ঠ

তারিখ ...19.JAN.2017...
পৃষ্ঠা ...৩৪... কলাম...৩......

কালের কণ্ঠ

প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ

শিক্ষানীতির আলোকে ব্যবস্থা নিন

দেশের প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করতে ৯ দফা প্রস্তাব দিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী দেশের প্রাথমিক শিক্ষা হবে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। ২০১০ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, 'প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ পাঁচ বছর থেকে বৃদ্ধি করে আট বছর অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হবে। এটি বাস্তবায়নে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অবকাঠামোগত আবশ্যকতা মেটানো ও প্রয়োজনীয়সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা।' শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে গিয়ে বিশেষজ্ঞরাও অবকাঠামোগত সমস্যার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা যে অবহেলার শিকার, তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নীত করতে হলে প্রথমেই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিদ্যালয়গুলোর উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ধারণক্ষমতা সীমিত। স্বাভাবিকভাবেই আরো বেশি শিক্ষার্থীর চাপ নিতে পারবে না এসব প্রতিষ্ঠান। শুধু এখানেই সমস্যা সীমাবদ্ধ নয়। ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে প্রাথমিক শিক্ষায় ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত চালু করার জন্য কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে তা ২০১০ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতিতে স্পষ্ট করে বলা ছিল। সেখানে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার নতুন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক নির্দেশিকার কথা বলা হয়েছে। শিক্ষকদের শিক্ষণ কার্যক্রম ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সর্বোপরি শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাসের কথাও বলা আছে জাতীয় শিক্ষানীতিতে।

প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করার আগে শিক্ষানীতির আলোকে বেশ কিছু বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। বলার অপেক্ষা রাখে না, আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নীত করার আগে মানসম্পন্ন শিক্ষক নিশ্চিত করতে হবে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যক্রমেই বিস্তর ফারাক। এই পাঠ পরিচালনার মতো শিক্ষক আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আছে কি না তা আগে নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষক না থাকলে প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। সে ক্ষেত্রে এখনকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়নেও দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। আধুনিক সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, জাতীয় শিক্ষানীতিতে এসব বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ২০১০ সালে প্রণীত শিক্ষানীতির বেশির ভাগ নির্দেশনা এত দিনে বাস্তবায়িত হওয়ার কথা। এসব শর্ত পূরণ না করে ২০১৮ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত করার বাধ্যবাধকতা মানতে গেলে শিক্ষাক্ষেত্রে বড় ধরনের শূন্যতার সৃষ্টি হতে পারে। কাজেই ক্ষেত্র প্রস্তুত না করে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া ঠিক হবে না। অবকাঠামো নির্মাণ ও যোগ্য শিক্ষক নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় শর্তগুলো পূরণ করেই প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করা হোক।